১৬-০২-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- পুরো কল্পে সব থেকে বড় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হলেন এই ব্রহ্মা , ওঁনার মধ্যেই বাবা প্রবেশ করেন, এঁনাকেই তোমাদের ফলো করতে হবে"

প্রশ্ন - বাবা আর দাদা দুজনের বিশেষ গুণ কোনটা, যেটাকে তোমাদের ফলো করতে হবে ?

উত্তর -- বাবা হলেন নিরাকারী আবার নিরংহকারী, তাই দাদাও (ব্রহ্মা বাবা) সাকারে থেকেও সবসময়ই নিরংহকারী । এতো বড় ব্যক্তিত্ব হয়েও তিনি কত সাধারণ থাকতেন । একদিকে বলা হয় , তিনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চ বাবার ছোট ডিব্বা যার দ্বারা তিনি তোমাদেরকে হীরা বানান, আবার অন্যদিকে বলে ইনি হলেন সব থেকে পুরানো লং বুট, যাঁর মধ্যে বাবা প্রবেশ করেছেন । দুজনেই বাচ্চাদের সেবায় হাজির আছেন । এবার সেইরকম বাচ্চাদেরও নিরহংকার হয়ে ফলো ফাদার করে সেবা করতে হবে ।

গান --: ওঁ নমঃ শিবায় .....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা কাদের মহিমা শুনল ? সব বাচ্চারা বলবে যে উচ্চ থেকে উচ্চ ভগবান, ওঁনার নাম হলো শিব । শিবায় নমঃ বলা হয়তো, এইসব ভারতবাসী জানে , শিব জয়ন্তীও পালন করে । মহিমা তো অনেক করে , ত্বমেব মাতাশ্চ, পিতা ত্বমেব ..... কিন্তু শুধু এতটুকু বলা হয় শিবায় নমঃ ..... সেই মাতাপিতা কেমন হয় , কিভাবে অধিকার দেন, এইসব পুরো দুনিয়ায় কেউই জানে না । ইনি তো হলেন এক চমৎকার ব্যক্তিত্বের (আত্মা) । শিববাবা হলেন নিরাকার । যতক্ষণ শিববাবা লোনে শরীর না পাবে , ততক্ষণ শিববাবা কি করবেন! শিববাবা তো নিরাকার হন । নিরাকারেরই মহিমা গাওয়া হয় । সবচেয়ে উচ্চ থেকে উচ্চ ওঁনার থাকার জায়গা (ঠাঁও) হয় । কোন জায়গা? মূলবতন । তারপর ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের থাকার জায়গা কোথায়? সূক্ষ্ম বতন! তারপর জগৎ অম্বার থাকার জায়গা -- সেটা হলো স্থুলবতন । সবাই জানে যে জগৎ অম্বা এখানকার অধিবাসী । জগৎ মানে হলো মনুষ্য সৃষ্টি । নাম তো খুবই ভালো -- কিন্তু জগৎ অম্বা কে হন? কোথা থেকে এসেছেন? এইসব কিছুই জানা নেই । পরিচয় কোথা থেকে পাওয়া গেল? অবশ্যই কোনো উচ্চ ব্যক্তিত্বের সাথে দেখা করা দরকার, যাঁর মধ্যে পরমপিতা পরমাত্মা আসেন । যদিও জানোয়ারেও আত্মা হয়, কিন্তু তাদের গায়ন (প্রশংসা সূচক উক্তি) হয় না । গায়ন কোন্ ব্যক্তিত্বের হয় ? নিরাকার শিববাবার । যতক্ষণ তিনি কোনো শরীরে প্রবেশ না করে, ততক্ষণ তিনি কিছুই করতে পারেন না । আত্মাও যতক্ষণ শরীর না পায় , ততক্ষণ তারাও পার্ট প্লে করতে পারে না । শুধু শরীরেরই গায়ন হয় না, শরীরে যখন আত্মা আসে , তখনই তাদের গায়ন হয় । বাবা বলেন আমার মহিমা তো সবাই করে , পতিতপাবন, কিন্তু আমারও তো মানুষের শরীর দরকার, যাঁর মধ্যে আমি প্রবেশ করতে পারি । বিনা শরীরে কিছুই করা যায় না । তাই বাবাও এসে শরীর ধারণ করেন, তিনি গর্ভে আসেন না । শিব জয়ন্তীরও অনেক নাম আছে , কিন্তু শিববাবা কখন আর কোন শরীরে আসেন, এই সব কেউ জানে না । আচ্ছা! রাতে এসেছেন কিন্তু কোন শরীরে এসেছেন, এটা জানে না । গাওয়াও হয় ভাগীরথ অর্থাৎ ভাগ্যশালী রথ (শরীর) তো অবশ্যই মানুষের শরীর হবে , তাইনা! এই যে শরীর, যাঁর মধ্যে পরমপিতা পরমাত্মা প্রবেশ করেন, তিনি কত উচ্চ ব্যক্তিত্বের আত্মা হন । এখন তোমরা জানো যে

শিববাবা ব্রহ্মাবাবা ছাড়া আর কোনো শরীরে আসেন নি । পরমপিতা পরমাত্মা এসে ব্রহ্মার দ্বারাই মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করেন । যখন যখন ভারত অনেক দুঃখী আর ভ্রষ্টাচারী হয়ে যায় ,তখনই পরমপিতা পরমাত্মা এই শরীরে প্রবেশ করে তোমাদের সুখী আর শ্রেষ্ঠাচারী তৈরী করেন । শিববাবাও বিনা ভাগীরথে (শরীর) কিছুই করতে পারেন না । কেউ তো দরকার, তাই না ! এই শরীর শিববাবার । এইসব না থাকলে তো তোমরা শিববাবার কাছ থেকে অধিকার লাভ করতে পারতে না । গায়নও আছে প্রজাপিতা ব্রহ্মা অথবা ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা । দেবের দেব মহাদেব বলা হয় । এই তিন জনের মধ্যে ব্রহ্মার নাম উচ্চ কেন? ব্রহ্মা তো এখানেই থাকেন, যাঁর রথে (শরীরে) আসা হয় । বিষ্ণু আর শঙ্করকে তো দেবতা বলা হয় । আচ্ছা, যিনি ব্রহ্মা হন ওনাকে কি দেবতা বলা উচিত? তিনি তো হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা । মানুষের শরীর দরকার । গাওয়াও হয়, প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্টির রচনা করা হয় , তাহলে অবশ্যই ব্রহ্মা মুখ থেকে ব্রাহ্মণ রচনা করা হবে ! তাহলে তো ইনি কত বড় পার্সোনালিটির মানুষ, কিন্তু কত সাধারণ । এতো বড় পার্সোনালিটির মানুষ, এঁনার চালচলন দেখো কত সাধারণ, কত নিরংহকারী । এখন তোমাদের সেবায় উপস্থিত আছেন । দেখো কেমন করে বসে পড়াচ্ছেন । তোমরা কি পড়াশোনা করছো? তোমরা বলো আমরা রাজযোগের বিষয়ে পড়াশোনা করি । কে পড়ান? পরমপিতা পরমাত্মা । তাহলে ছোট বড়, বুড়ো জওয়ান সবাই পড়াশোনা করছে । এটা হলো ঈশ্বরীয় কলেজ , যেখানে মানুষ থেকে দেবতা অথবা বিশ্বের মালিক হওয়া যায় । এখানে আমরা পড়তে এসেছি অথবা বিশ্বের বাদশাহী নিতে এসেছি । লক্ষ্মী নারায়ণ যখন বিশ্বে রাজ্য করত, তখন আর কোনো ধর্ম ছিল না আর কোনও খণ্ড ছিল । এবার আবার সেই পদ প্রাপ্ত করার জন্য তোমরা এখানে কেমন বসে আছো? এই পড়া ছাড়া তো তোমরা বিশ্বের মালিক হতে পারবে না । ভারত শিবালয় হবে না । শিববাবাই গেয়েছেন (বলেছেন) নিরাকারী, নিরংহকারী । যতক্ষণ শরীরে প্রবেশ না করেন, ততক্ষণ নিরংহকারী স্থিতি দেখাবে কেমন করে! কত মহিমা হয় -- অকালমুরত ..... কিন্তু এমন নয় যে তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন । তোমাদের বাচ্চাদের অনেক নেশা হওয়া দরকার যে আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা পড়াচ্ছেন । প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন । ব্রহ্মা ছাড়া প্রজাপিতা কাউকেই বলা যায় না । এমন নয় যে শিব বা বিষ্ণু প্রজাপিতা হন । না । ব্রহ্মাই পুরো মনুষ্য সৃষ্টির পিতা আর আত্মাদের পিতা হন শিববাবা । বাকী ঐ পিতাকে তো কেউই জানে না । বলা হয় পুণ্য আত্মা, পাপ আত্মা, তাহলে কেন বলা হয় আমরাই পরমাত্মা! কত ধাপ্পাবাজি (cheating করা) ! তোমরা বাচ্চারা জানো আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে শান্তি পবিত্রতা আর সমৃদ্ধি (peace, purity and prosperity) ছিল । এবার বাবা বলেন আমি এসে সবাইকে জ্ঞান দিয়ে থাকি । প্রথমে তোমরাও কিছু জানতে না , এখন সবকিছু জানো । বাবার বায়োগ্রাফী বাবার কাছ থেকেই জানা যায় । এবার নিরাকারের বায়োগ্রাফী কিভাবে হতে পারে । যখন সাকারে আসবেন তখনই তো বায়োগ্রাফী হবে ! শুধু আত্মার বায়োগ্রাফী হয় না । জীব আত্মা হয়েছো, তখনই তো পুনর্জন্মে এসেছো আর বায়োগ্রাফীও আছে । লোকেরা বলে চুরাশি লাখ যোনী আছে । বাবা বলেন চূরাশী লাখ জন্ম থোড়াই হয় । সব হলো বাজে কথা । বাবা নিজে বলেন আমি ব্রহ্মার তনে এসে তোমাদের বেদের সার বোঝাই, সাথে সাথে রাজযোগও শেখাই আর রচয়িতা রচনার আদি মধ্য অন্তের রহস্যও বোঝাই । যখন প্রথম প্রথম বড় বড় ঋষি মুনিরাও জানত না, তখন তাদের ছেলেমেয়েরাও কিভাবে জানবে ? তাহলে দেখো বড় থেকে বড় পার্সোনালিটির কত সাধারণ রূপে রয়েছেন । উচ্চ থেকে উচ্চ হীরা তৈরী করেছেন বাবা । ওঁনার (শিববাবা) ডিব্বা (পাত্র) হলেন ইনি। । রথ বলো , পুরানো জুতো বলো , সবচেয়ে

পুরানো জুতো তো হল এটাই । আগে আগে যখন আত্মারা আসত, তখন একদমই নম্বর ওয়ান ছিল, শ্রী নারায়ণকেই নম্বরওয়ানে রাখা হবে । সঙ্গে শ্রীলক্ষ্মীও (+) প্লাসে আছে । তাঁরাও পূনর্জন্ম গ্রহন করেছেন । প্রথমে সূর্যবংশী, তারপর চন্দ্রবংশীতে ..... এরকম জন্ম গ্রহন করতে চুরাশিরই হিসেব দরকার, তাই না! চুরাশী লাখের হিসেব তো কেউই বলতে পারে না । চুরাশি লাখ জন্মের কারণেই তারা কল্পের আয়ু লাখ বছরের লিখে দিয়েছে । যদি লাখের বছরের হতো তাহলে বেশিরভাগ ভারতবাসী হিন্দু হতো কিন্তু এখানে তো সংখ্যাই কম । ভারতে দেবীদেবতা ধর্ম প্রায় লোপ পেয়েছে । কেউই নিজেকে দেবতা বলতে পারে না । কারণ দেবতারা তো সর্বগুণসম্পন্ন ছিল । এখন তারা নেই । রাবণরাজ্য হচ্ছে, রামরাজ্য নয় । দুনিয়ার লোকেরা তো না রামের আর না রাবণের বায়োগ্রাফী জানে । দিন প্রতিদিন রাবণের স্টেটাস বেড়েই চলেছে । দুনিয়া পতিত হয়ে গেছে । ষোলো কলা থেকে নীচে নামতে নামতে এখন আর কোনো কলাই নেই । সবাই বলে আমার নির্গুণ হাড়ে কোনো গুণ নেই । তাই এবার নিজেদের ওপর দয়া করো । তাহলে এবার আমরা ষোলো কলা সম্পূর্ণ তৈরী হই । ভারত প্রথমে পরীস্তান ছিল । এইসব বললেই তারা বলে যে আমরা তো সৃষ্টি চক্র সম্পর্কে কিছুই জানি না । বাবা বলেন মায়া তোমাদের তুচ্ছ বুদ্ধিধারী বানিয়ে দিয়েছে । কিন্তু এখনও কত নিজেদের অহংকার আছে !

বাচ্চারা তোমাদের বাবা বলেন -- মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা রামকে স্মরণ করো , তাহলে মালায় গাঁথার যোগ্য তৈরী হবে । রুদ্র মালার পরে হয় বিষ্ণুর মালা । ভক্ত মালায় ভক্তদের মহিমা হয় । এখন রুদ্র মালা, তারপর বিষ্ণুর মালায় গাঁথা হবে অর্থাৎ বিষ্ণুর রাজ্যে যাওয়া হবে । জ্ঞান কত উচ্চ হয় । সন্ন্যাসও দুই প্রকারের হয় । সেটা হলো হঠযোগ সন্ন্যাস । কর্ম সন্ন্যাস তো কখনও হয় না । কর্ম ছাড়া তো মানুষ থাকতে পারে না । প্রাণায়ামে বসবে, তাও কর্ম করবে । অনেক প্রকারের প্র্যাকটিস করা হয় কিন্তু রাজযোগ নয় । এক হলো হদের সন্ন্যাস, আর দ্বিতীয় হলো হঠযোগ সন্ন্যাস । এই পবিত্রতাও ভারতের ধর্ম হয় , কিন্তু দেবীদেবতার মতো পবিত্র আর কোনোও ধর্ম হয় না । সেখানে কোনও সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ করতে হয় না, কারণ আত্মা পবিত্র হয় তো তারা শরীরও পবিত্র পায় । আত্মাতেই খাদ পড়ে । কলা কম হতে হতে পতিত হতে হয় । এখন সবাই আয়রন এজএ আছে । সবাই শ্যাম বর্ণের হয়ে আছে । আত্মা যখন পবিত্র ছিল তখন ফর্সা ছিল । এখন আত্মা অপবিত্র তাই শরীরও কালো হয় । বলাও হয় শ্যাম সুন্দর । কৃষ্ণের চিত্রকেও কালো আর ফর্সা বানানো হয় । এখন তোমরা হলে শ্যাম সুন্দর । প্রথমে ভারত গোল্ডেন এজড (স্বর্ণযুগ) ছিল । এখন হচ্ছে আয়রন এজড (লৌহযুগ) । এবার আবার বাবা জ্ঞান চিতায় বসিয়ে ফর্সা (পবিত্র) তৈরী করছেন । যদি মুক্তি আর জীবন মুক্তি দরকার, তাহলে বিকারের হাতধরা বন্ধ করতে হবে । পবিত্রতার রাখী বাঁধতে হবে । এইসব এখনকার কথা , যখন তোমরা ব্রহ্মার বাচ্চা হয়েছো । ব্রাহ্মণ তৈরী হওয়া ছাড়া কেউই এখানে আসতে পারে না । তোমরাই হলে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী । শিববাবা বলেন আমি নিরাকারের মহিমা তো গাওয়া হয় কিন্তু শরীর যতক্ষণ না পাওয়া যায় , ততক্ষণ কিবা করা যায় ? আমি (শিববাবা) অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে এসে থাকি । এখন সবারই বিনাশ হওয়ার আছে । ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনার কাজ করা হয় । কলিযুগের স্থাপনা তো কখনও হয় না । স্থাপনা শুধু হয় সত্যযুগের, এই সঙ্গমে । বাবা বলেন আমি আসি সঙ্গমযুগে । তোমাদের ব্রাহ্মণদের এখন সঙ্গম, বাকী সবার জন্য কলিযুগ । এই সময় সবাই ঘোর অন্ধকারে আছে । এই ঘোর অন্ধকারকেই বাবা এসে আলোয় আলোকিত (ঘোর সাঝরা) করেন । তোমরা বাচ্চারা জানো এই বিচিত্র জিনিসটাকে । কৃষ্ণ তো ছোট বাচ্চা , সে তো

কিছুই বোঝাতে পারে না । কৃষ্ণের আত্মাও ভিন্ন নাম নিয়ে এনার থেকে বুঝছে, এই কারণে অন্তিম জন্মে কৃষ্ণকে শ্যাম সুন্দর বলা হয় । আচ্ছা --

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার --:

১) বাপদাদার মত নিরহংকারী আর নিরাকারী হতে হবে । সবার সেবা করতে হবে ।

২) মুক্তি জীবন মুক্তির জন্য পবিত্রতার রাখী বাঁধতে হবে । জ্ঞান চিতায় বসতে হবে ।

বরদান --: ট্রাষ্টীর স্মৃতিতে নিমিত্ত হয়ে প্রতিটি কার্য সম্পাদনকারী ডবল লাইট ভব !

আমি নিমিত্ত, এই ভাব কাজের বোঝাকে সহজেই সমাপ্ত করে দেয় । আমার দায়িত্ব আছে, আমাকেই সামলাতে হবে , আমাকেই চিন্তা করতে হবে ..... তাহলে বোঝের অনুভব হবে । দায়িত্ব বাবার, আর বাবা ট্রাষ্টী অর্থাৎ নিমিত্ত বানিয়েছেন, তাহলে এই স্মৃতিতে ডবল লাইট হয়ে উড়তি কলার অনুভব করতে থাকো । যেখানে আমার আছে , সেখানে বোঝের অনুভব আছে । এইজন্য কখনও কোনও কাজে যখন বোঝা অনুভব হবে, তখন চেক করবে যে কোথাও ভুল করে তোমার জায়গায় আমার তো বলা হয়নি ।

স্লোগান -- প্রতিটি বোল - এ (শব্দ) আত্মিক ভাব আর শুভ ভাবনা থাকলে কোনও বোল ব্যর্থ যায় না ।